তাহা দেখি সেই ধনি করেছে চীৎকার।
"মরা খায় মরা খায় একি ব্যবহার।।
আমাদের উহারে যে পাইয়াছে ভূতে।
মরা ছেলে হাঁ করিয়া লেগেছিল খেতে।।
এতেক শুনিয়া সাধুর ক্রোধ উপজিল।
বালক ত্যজিয়া তবে বাহিরে আসিল।।
বালকে লইয়া সবে ফেলাইয়া দিল।
ক্রোধেতে চৈতন্য বালা কহিতে লাগিল।।
'আমরা ভেবেছি সবে বেঁচে এল হীরে।
হরিচাঁদ বাঁচায়েছে হরিনাম জোরে।।
তাহা কভু নহে ওরে ভূতে পাইয়াছে।
নিশা কিম্বা ব্রহ্মদৈত্য জীবন দিয়াছে।।
নাহি করে গৃহকার্য্য মানুষ এ নয়।
মানুষ হইলে গৃহকার্য্যে মন লয়।।
হীরার যে রীতিনীতি সব গেল বোঝা।'
ভূত ছাড়াইতে আন খণ্ডজ্ঞানী ওঝা।।
হরিপ্রেম বিকারেতে হীরামন রোগী।
কবি কহে ভব ব্যস্ত এ রোগের লাগি।।

ভূত তাড়ানোর ছলে
গোস্বামী হীরামনের প্রতি অত্যাচার

সাহাপুর মধ্যেতে আঁধারকোটা গ্রাম।
সেখানে ফকির আছে কালাচাঁদ নাম।।
সে ফকির পরিচয় কহিব এখন।
নাম কালাচাঁদ নমঃশূদ্রের নন্দন।।
বাওয়াল করিত গিয়া বাওয়ালীর সনে।
শিক্ষা তার মুসলমান ফকিরের স্থানে।।
'লক্ষ্মীকালা' ফকির সে ব্রাহ্মণের ছেলে।
বাদায় থাকিত সেও ফকিরামী নিলে।।
তাহার নিকটে শিক্ষা করে কালাচাঁদ।
ফকিরামী শিখে বাদা করেন আবাদ।।
আদি যে 'ফকির' সেও মুসলমান ছিল।
সে ফকির হইতে ইহারা শিক্ষা নিল।।
চকে গিয়া দিত গাজী কালুর দোহাই।
চকে চকে বনে বনে নামিত সবাই।।
কালীর দোহাই দিত মনসা পূজিত।
বরকোত বিবি, লক্ষ্মীকালাকে ডাকিত।।
মাদার মুরসিদ্ বলি ছাড়িত জিগীর।
খোদার ফকির মুই আল্লার ফকির।।
আল্লা হজরত আলি আর লক্ষ্মীকালা।
হিন্দু হ'য়ে দিত গলে তছবীর মালা।।
হেলেল্লা হেলেল্লা বলে হইত আকুল।
হাতে ছিল লক্ষ্মীকালাদত্ত এক রুল।।
চকে গিয়া লোকে সুন্দরী কাঠ কাটিত।
রুল দিয়া গাছে এক আঘাত করিত।।
সেই আঘাতের শব্দ যতদূর যেত।
তাহার মধ্যেতে সব সুন্দরী ছেদিত।।
দূরে গিয়া একজনে শব্দ শুনিত।
চারিদিকে চারিজনে দাঁড়ায়ে রহিত।।
যতদূর শব্দ করি উঠিত সে রুল।
তাহার মধ্যেতে নাহি থাকিত শার্দুল।।
এই ধর্ম ছিল তার লোকমুখে শুনি।
হিন্দুধর্ম কিয়দংশ সকল যবনি।।
শূকর, কচ্ছপ নাহি করিত ভোজন।
মেষ, অজা, পেঁজ, রসুন, মোরগ ভক্ষণ।।
কচ্ছপ বরাহ মাংস বলিত 'হারাম'।
রুলের আঘাতে করে রোগের আরাম।।
জ্ঞাতিগণে ডেকে বলে শ্রীচৈতন্য বালা।
'এই ফকিরকে এন সার এ পাগলা।।
লোক পাঠাইয়া সে ফকিরে আনিল।
লোক সঙ্গে করিয়া সে ফকির আসিল।।
বাটীর উপরে যবে উঠিল ফকির।
'হক আল্লা' বলিয়া সে ছাড়িল জিগীর।।